

চিটাগাং কাস্টমস্ ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন

CHITTAGONG CUSTOMS CLEARING & FORWARDING AGENTS ASSOCIATION

সি এন্ড এফ টাওয়ার (১৪তম তলা), ১৭১২, শেখ মুজিব রোড, আশ্রাবাদ বা/এ, ডবলমুরিং, চট্টগ্রাম- ৪১০০

প্রচার পত্র নং- ২৬/২০১৮

তারিখঃ ০৩/০৪/২০১৮খ্রিঃ

সম্মানিত সদস্য/সদস্যগণের প্রতি,

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, পরিচালক (ট্রাফিক) এর দপ্তর এর স্মারক নং-ডিটি/শিপ/বিকডা/২৯৭(অংশ-২)/ ২১৩৬, তারিখ- ২৯/০৩/২০১৮ইং সম্মানিত সদস্যবৃন্দের অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে আদেশক্রমে প্রচার করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-

(মোহাম্মদ মুছা)

সচিব

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

পরিচালক(ট্রাফিক) এর দপ্তর

বিষয়ঃ- ০১/০৩/২০১৮ইং হতে প্রাইভেট আইসিডিসমূহ অতিরিক্ত চার্জ আদায়ের ব্যাপারে গঠিত অফডক মনিটরিং কমিটির ২৮/০৩/২০১৮ইং তারিখ বেলা ১১.০০ ঘটিকায় পরিচালক (ট্রাফিক), চবক এর সভাপতিত্বে তাঁর দপ্তর কক্ষে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

| | | |
|----------|---|----------------------------------|
| সভাপতি | : | পরিচালক (ট্রাফিক), চবক। |
| স্থান | : | পরিচালক (ট্রাফিক), চবক এর দপ্তর। |
| তারিখ | : | ২৮/০৩/২০১৮ইং। |
| সময় | : | বেলা ১১.০০ ঘটিকা। |
| উপস্থিতি | : | সংযুক্তি-ক (তালিকা মোতাবেক)। |

১। পরিচালক (ট্রাফিক), চবক উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান এবং বলেন অফডক চট্টগ্রাম বন্দরেরই বর্ধিত অংশ। বন্দরের সুবিধার্থে এবং বন্দরের কন্টেইনার জট নিরসনে অফডকসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই অফডকগুলো কর্তৃক আমদানিকারকগণ নিরুৎসাহিত হবে এ ধরনের কোন চার্জ আদায় কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাই তিনি অফডকগুলোকে অফডক নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করার নির্দেশনা দেন এবং আলোচ্যসূচীর অন্যান্য বিষয়ের উপর উপস্থিত সদস্যদের আলোচনার অনুরোধ জানান।

২। জনাব লিয়াকত আলী হাওলাদার, বন্দর বিষয়ক সম্পাদক, চিটাগাং কাস্টমস্ ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন বলেন, অফডক বন্দরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অফডকসমূহের কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্যই নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত অফডক নীতিমালা অনুসারে মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়। তাই কোন অফডক যদি কোন প্রকার অতিরিক্ত চার্জ আদায় বা কোন প্রকান নিয়ম বহির্ভূত কাজ করে থাকে তাহলে সে অফডকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

৩। বাংলাদেশ ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো এসোসিয়েশন (বিকডা) এর প্রতিনিধি বলেন, অফডক সমূহের ট্যারিফ নির্ধারণ করা মনিটরিং কমিটির এখতিয়ারভুক্ত বিষয় নয়। ট্যারিফ নির্ধারণের জন্য আলাদা ট্যারিফ কমিটি রয়েছে। এছাড়াও তিনি উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে অফডক সমূহে ধারণ ক্ষমতার অধিক কন্টেইনার হ্যাণ্ডলিং হয়ে থাকে। তাই এই অতিরিক্ত কন্টেইনার হ্যাণ্ডলিং করতে গিয়ে অফডক সমূহে নানা প্রকার সমস্যা সৃষ্টি হয়।

৪। চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এর প্রতিনিধি বলেন, অফডক সমূহে কন্টেইনার হ্যাণ্ডলিংয়ের সীমা চবক কর্তৃক নির্ধারণ করে দেয়া উচিত। কেননা, আমদানিকারকগণ শুধুমাত্র যে সকল অফডকের সাথে তাদের চুক্তি রয়েছে সে সকল অফডকই ব্যবহার করে থাকেন। যার ফলে খালি থাকা সাপেক্ষেও কোন কোন অফডক ব্যবহৃত হয় না আবার কোন কোন অফডকে বাড়তি চাপ পোহাতে হয়।

৫। বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন (বিএসএএ) এর প্রতিনিধি বলেন, যদি অফডক সমূহে কন্টেইনার হ্যাণ্ডলিংয়ের সীমা চবক কর্তৃক নির্ধারণ করে দেয়া হয় তাহলে আমদানি-রপ্তানিতে তা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, রেইট ঠিক করা মনিটরিং কমিটির কাজ নয়। কিন্তু মনিটরিং কমিটির সুপারিশে ট্যারিফ নির্ধারণ করা হতে পারে।

৬। টার্মিনাল ম্যানেজার, চবক বলেন, বর্তমানে প্রাইভেট অফডক /সিএফএস পরিচালনার জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালা সংযোজন/সংশোধন/বিয়োজন হওয়ার আগ পর্যন্ত সকল অফডককেই উক্ত নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

চিটাগাং কাস্টমস্ ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন

CHITTAGONG CUSTOMS CLEARING & FORWARDING AGENTS ASSOCIATION

সি এন্ড এফ টাওয়ার (১৪তম তলা), ১৭১২, শেখ মুজিব রোড, আশ্রাবাদ বা/এ, ডবলমুরিং, চট্টগ্রাম- ৪১০০

(২)

৭। বাংলাদেশ ফ্রিহট ফরওয়ার্ডার্স এসোসিয়েশন (বাফা) এর প্রতিনিধি বলেন, প্রাইভেট অফডক/সিএফএসকে বন্দরের বর্ধিতাংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অফডক সমূহের রেইট নির্ধারণ করার জন্য ট্যারিফ কমিটি রয়েছে। পাশাপাশি সকল অফডকের নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসরণ করা প্রয়োজন।

৮। এ প্রসঙ্গে ডঃ নাহিদা ফরিদী, এডিশনাল কমিশনার-১, কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম বলেন, প্রাইভেট অফডক করা হয়েছে বন্দরের সাহার্যার্থে। বন্দরের কন্টেইনার জট নিরসনে অফডক সমূহের ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু অফডকসমূহের এমন কোন চার্জ আদায় করা উচিত না যার দ্বারা আমদানীকারকগণ অফডক ব্যবহারে নিরুৎসাহিত হবেন। এছাড়াও তিনি বিকডার প্রতিনিধির কথা উল্লেখ করে বলেন, “বিকডার প্রতিনিধিগণ অফডক মনিটরিং কমিটির কার্যপরিধি নিয়ে আপত্তি তুলেছেন এবং ট্যারিফ নির্ধারণে ব্যবহারকারীদের মতামতের কোন আবশ্যিকতা নেই” মর্মে উল্লেখ করেছেন। যা খুবই দুঃখজনক। এ বিষয়ে অফডক নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

৯। পরিচালক (ট্রাফিক), চবক উল্লেখ করেন যে, অফডকের রেইট ঠিক করা মনিটরিং কমিটির কাজ নয় ঠিকই কিন্তু বিদ্যমান ট্যারিফ ফলো করা হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং করা কমিটির দায়িত্ব। এক্ষেত্রে কেউ অতিরিক্ত চার্জ আদায় করলে এর বিরুদ্ধে নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অফডক মনিটরিং কমিটির বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তিনি বিকডার প্রতিনিধি কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে প্রণীত নীতিমালার বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা আবাস্তর মর্মে উল্লেখ করে নীতিমালার আলোকে অফডক সমূহ পরিচালনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

১০। অতঃপর সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নমতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

১০.১। অফডক সমূহ প্রতিটি কনসাইনমেন্টওয়ারী কন্টেইনার বন্দর থেকে যথাসময়ে স্থানান্তর করবে এবং অফডকে একজন কনসাইনীর শেষ কন্টেইনার যেদিন ঢুকবে সেদিন থেকে ৪ (চার) দিন ফ্রি টাইম ধরে চার্জ আদায় করবে। কনসাইনমেন্টওয়ারী কন্টেইনার যাতে দ্রুত অফডকে স্থানান্তর করা যায় সে ব্যাপারে টার্মিনাল ম্যানেজার, চবক সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা করবে।

১০.২। কনসাইনীগণ কর্তৃক বর্র ডেলিভারী হিসেবে তাদের নিজস্ব চত্বরে নিয়ে যাওয়া কন্টেইনার খালি হওয়ার পর তা যথাসম্ভব সরাসরি বন্দরে এনে Force Shipment এর ব্যবস্থা করবে। এ বিষয়ে শুদ্ধ কর্তৃপক্ষ ও বন্দরের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে। কোন কন্টেইনার রপ্তানি বোঝাইয়ের জন্য প্রয়োজন থাকলে সংশ্লিষ্ট এমএলও তা Shipment না করার জন্য অস্বীম জানিয়ে রাখবে এবং উক্ত কন্টেইনার কোন ডিপোতে রাখা হবে তা সংশ্লিষ্ট ডিপোর সাথে কথা বলে Arrange করে নিবেন।

১০.৩। অফডকসমূহ কনসাইনীর কাছ থেকে চার্জ আদায়ের ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বন্দরের বিদ্যমান ট্যারিফ অনুসরণ করবে। এক্ষেত্রে বিদ্যমান ট্যারিফ অনুসরণ করতে কোন সমস্যা হলে তা মনিটরিং কমিটির নিকট লিখিতভাবে জানাতে হবে।

১০.৪। অফডকের ট্যারিফ নির্ধারণের বিষয়ে নীতিমালা অনুযায়ী ট্যারিফ কমিটি গঠনের বিষয়ে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়কে দ্রুত স্মরণিকা পত্র প্রদান করা হবে।

সভায় আলোচনার আর কোন বিষয় না থাকায় সভার সভাপতি মহোদয় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-

পরিচালক (ট্রাফিক)

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

তারিখ-২৯/০৩/২০১৮ইং।

নথি নং-ডিটি/শিপ/বিকডা/২৯৭(অংশ-২)/ ২১৩৬